হুমকির মুখে কুষ্টিয়ার গড়াই নদীর হরিপুর শেখ রাসেল সেতু

শতকোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত কুষ্টিয়া-হরিপুর শেখ রাসেল সেতুর উত্তরাংশের (হরিপুরাংশের) মূল সেতুর প্রারম্ভিক এ্যাবার্টমেন্টে নির্মিত এ্যাপ্রোচ সড়ক যে কোন মুহূর্তে ধ্বসে গিয়ে মূল সেতু থেকে সংযোগ রাস্তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। প্রবল বৃষ্টির পানির স্রোতে এপ্রোচ সংলগ্ন রাস্তাটি ধ্বসে যাওয়ায় রাস্তাটি সম্পূর্ণরূপে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

কিন্তু বালু দস্যুদের বালুবাহী ট্রলি স্থানীয়দের আপত্তিকে তুচ্ছ করে সড়কের ঢালুতে উঠিয়ে দিয়ে চলাচল করার কারণে এমন ক্ষতি হয়েছে বলে স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ।
সংবাদ জানার পর স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার নির্বাহী প্রকৌশলীর মতে, চরম ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে সড়কটি। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে অপূরণীয় ক্ষতির আশংকা রয়েছে। কারণ সমতল ভূমি থেকে ১৫ বা ২০ফুট উচ্চতার এই এপ্রোচ সড়ক ধ্বসে পড়লে স্থানীয় জনবসতি চাপা পড়ার ঘটনার সাথে প্রাণহানীর আশংকাও রয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ১নং হাটশ হরিপুর ইউনিয়নবাসীর দুই দশকের দাবিতে মাত্র তিন বছর পূর্বে শতকোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ শেষে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ হরিপুরবাসীর স্বপ্নের কুষ্টিয়া-হরিপুর শেখ রাসেল সেতু জনগণের চলাচলের জন্য মুক্ত করে দেয়। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর থেকেই সেতুটির উপর যতরকম অত্যাচার ও ক্ষতির কারণ একমাত্র বালুবাহী ট্রলি।

ইতোপূর্বে স্থানীয়রা একাধিকবার আপত্তি ও প্রতিবাদ জানালেও কিছুই তোয়াক্কা করেনি বালুখোর চক্র। বেপরোয়া এসব ট্রলি চালিয়ে একাধিকবার এই সেতুর লাইট পোষ্ট, বিদ্যুৎ কেবলসহ বিভিন্ন অংশের ক্ষতি সাধন করলেও কারও সাহস নাই কিছু বলার। এমনকি এসব নিয়ে কথা বলতে গিয়ে পুলিশী হয়রানীর শিকার হতে হয় বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

এ বিষয়ে ইউপি চেয়ারম্যান এম সম্পা মাহমুদ বলেন, ওইখানে ব্রীজের ঢালু ধ্বসে গেছে এমন বিষয় আমার জানা নেই। তবে আপনি বলছেন আমি শহর থেকে ফেরার পথে দেখে যাবো। অবৈধ বালুবাহী ট্রলির কারণে এই

ধ্বসের দায় কে নেবেন এমন প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারলেন না তিনি।

স্থানীয় সংসদ সদস্য মনোনীত কুষ্টিয়া-হরিপুর শেখ রাসেল সেতুর নির্মাণকালীন সময় থেকে তদারককারী জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক তরিকুল ইসলাম মানিক বলেন, ব্রীজের ঢালের উপর দিয়ে ট্রলি চালাবে কেন ? ঠিক আছে আমি শুনলাম এ মুহূর্তে একটু বাইরে আছি তাই আগামী রবিবার একসময় গিয়ে আমি দেখব।
কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট আবু রাসেল বলেন, যে কোন সেতুর নিরাপদ দূরত্বের মধ্যে থেকে কোন ভাবেই মাটি বা বালু উত্তোলন সম্পূর্নরূপে নিষিদ্ধ। কেউ এই আইন লংঘন করলে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধে মামলাসহ আইনগত ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কুষ্টিয়ার নির্বাহী প্রকৌশলী পিযুষ কৃষ্ণ কুন্ডু বলেন, ব্রিজের রিভার্টমেন্ট জোন এলাকা থেকে কোনভাবেই বালু বা মাটি কাটা যাবে না। এরা কে বা কারা এখানে অবৈধ ভাবে বালু উত্তোলন করে ব্রীজকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে তা আমি সঠিক জানি না। খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কুষ্টিয়া-হরিপুর শেখ রাসেল সেতু নির্মাণকারী বিভাগ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার নির্বাহী প্রকৌশলী মো: জাহিদুর রহমান মন্ডল বলেন, সংবাদটি জানানোর জন্য ধন্যবাদ, এ মুহূর্তে আমি একটু দুরে আছি। তবে তাৎক্ষণিক আমার থানা ইঞ্জিনিয়ারকে সেখানে যেতে বলছি। সরেজমিন দেখার পর যা করণীয় তার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

মিরপুরে ১৪’শ অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় ১৪’শ পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

ঢাকাস্থ মিরপুর উপজেলা সমিতির উদ্যোগে করোনা মহামারীতে অসহায় মানুষের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় এসব খাদ্য সামগ্রী

বিতরণ করা হয়।
গতকাল শনিবার সকালে উপজেলা চত্বরে এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন।

এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাস, বাংলাদেশ ব্যাংকের উপ-পরিচালক নাজমুল হুদা, উপজেলা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দ্দার, মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান মর্জিনা খাতুন, দিশা সংস্থার প্রধান নির্বাহী রবিউল ইসলাম, দৈনিক দেশতথ্য পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক আব্দুল বারী মোল্লা, বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের সাবেক যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, গার্মেন্টস ব্যবসায়ী আব্দুর রকিব মিঠু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময়ে উপজেলার ১ হাজার ৪’শ টি পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। এর মধ্যে চাল, ডাল, তেল, চিনি, আলু, সেমাই, সাবান সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী রয়েছে।
বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের সাবেক যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম জানান, ঢাকায় বসবাসরত মিরপুর (কুষ্টিয়া) উপজেলার সকল শ্রেণী পেশাজীবীদের সমন্বয়ে এ সংগঠন উপজেলায় বসবাসরত সকল শ্রেণিপেশার মানুষের সাথে মেলবন্ধন তৈরির মাধ্যমে মিরপুর উপজেলাকে একটি আধুনিক, রুচিশীল, শিক্ষিত মানবিক প্রজন্ম ও আত্মনির্ভরশীল উপজেলা হিসাবে গঠন করা। পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য কাজ করবে।

যার ফলশ্রুতিতে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবে মিরপুর উপজেলায় সমন্বিতভাবে প্রত্যেকটি ইউনিয়নের প্রত্যেকটি ওয়ার্ড যাচাই-বাছাই করে কর্মহীন হয়ে পড়া অসহায় দুস্থদের তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা শুরু হয়।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

কারণে স্বাস্থ্য বিধি ও সামাজিক দূরত্ব যথাযথভাবে মানা হচ্ছে না। উপজেলার মানুষ বাজারে ক্রয় বিক্রয় করছে।

এতে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ভয়াবহভাবে ছড়িয়ে পড়ার আশংকা দেয়ায় প্রশাসন বন্ধের ঘোষণা দেন। এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট জরুরি সেবা যেমন ফার্মেসী সার্বক্ষণিক খোলা থাকবে। এছাড়া নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, কৃষি পণ্য পরিবহনের যানবাহন এর আওতামুক্ত থাকবে।

নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দোকান, কাঁচা বাজার বিকেল ৪ টা পর্যন্ত এবং মুদি দোকান ৬টা পযর্ন্ত খোলা থাকবে। এ নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে মউক এর ভ্রাম্যমাণ ইফতার বিতরণ

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনগণকে সচেতন করতে এবং সামাজিক দুরুত্ব বজায় রাখতে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক সংস্থার আয়োজনে শনিবার বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে মেহেরপুর শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কে চত্তরে এক ব্যাতিক্রম ধর্মী ইফতার বিতরণের আয়োজন করে।

এলাকার পথচারী সহ সড়ক দিয়ে বিভিন্ন চলাচল রত পথচারী ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের মাঝে সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে এ ইফতার বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।

এ সময়ে মউক এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম, মেহেরপুর বড়বাজার ব্যবসায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম সহ মউক এর ভলান্টিয়ারগণ উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

এ সংকটময় পরিস্থিতিতে অতীতের যে কোন সময়ের মতো নাগরিক সমাজের অন্যতম সংগঠন ‘ওয়েভ ফাউন্ডেশন’ এই অসহায় জনগোষ্ঠীর পাশে এসে দাড়িয়েছে। ‘করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ এবং এর ফলে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় ওয়েভ ফাউন্ডেশন তিনটি পর্বে চাউল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, ভোজ্য তেল, চিড়া, ডাল ও বিস্কুট ২ হাজার ২৯০ পরিবারের মাঝে ৬১৮০টি মাস্ক, ৭১৬০টি সাবান, ৫৪৫০০ লিফলেট, পোস্টার ৯৮৬০টি সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যμম (বিলবোর্ড, ফেস্টুন, মাইকিং) ঢাকা মহানগর ও কর্ম এলাকার ১৭টি জেলায় ১০,৮৬,৭০৫ জন উপকারভোগী প্রত্যক্ষভাবে ও ৪৮,৭০৫ জন এবং পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে।

এছাড়া খাদ্য সহায়তা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এ অর্থ সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মীদের ১ দিনের বেতন ৫ লাখ ৫৮ হাজার ১০৫ টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব তহবিল হতে ব্যয় করা হয়।

এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে গত ২১ এপ্রিল-২০২০ তারিখে হস্তান্তর বিগত ১৫ লাখ ৭০ হাজার ১৯৫ টাকা সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ও সংস্থার মাধ্যমে আর্থিক অনুদান সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

গত ৩০ এপ্রিল পিকেএসএফ এর সংস্থার প্রধান কার্যালয় হতে ৫০ হাজার টাকার চেক সমাজসেবা ঢাকা অফিসে সংস্থার মাধ্যমে হস্তান্তর করা হয়। এমনকি বাস্তবায়িত এসইআইপি প্রকল্পের চলমান ১৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ১৪৮ জনের ব্যক্তিগত হিসাবে জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা হিসাবে ৭ লাখ ৪০ হাজার টাকা সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে পিকেএসএফ এর মাধ্যমে অনুদান প্রদান আর্থিক অনুদান সহায়তা দেয় হয়।

সব মিলিয়ে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ২৯ লাখ ১৮ হাজর ৩০০ টাকা ব্যয় করেছে। এছাড়া ওয়েভ ফাউন্ডেশনের কর্ম এলাকায় খাদ্য উপহার অব্যহত রয়েছে বলে উপ-নির্বাহী পরিচালক আনোয়ার হোসেন জানান।

দর্শনায় আদিবাসী ও ঋষি সম্প্রায়ের মাঝে চিকিৎসা প্রদান

দর্শনায় আদিবাসী ও ঋষি সম্প্রায়ের নারী-পুরুষের চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। ইয়ুথ এসেম্বলি সদস্যদের আয়োজনে এবং ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় শনিবার সকাল ৯টায় দর্শনা ঋষি সম্প্রদায় পাড়ায় এ চিকিৎসা প্রদান করা হয়।

চিকিৎসা প্রদান করেন ডাঃ আনোয়ার হোসেন রাজিব (এম বি এস) ও ডাঃ জাকির হোসেন (ডি. এম. এস) সহায়তা করেন। আদিবাসী ও ঋষি পাড়ার ৪০জন মানুষ ডাইবেটিস, অনিদ্রা, মাথা বেথা, ঠান্ডাজ্বরসহ নানা ধরণের চিকিৎসা গ্রহন করেন।

এ চিকিৎসা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-সন্বয়কারী কামরুজ্জামান যুদ্ধ ও সমাজ সেবক খাইরুল ইসলাম।

এছাড়া ইয়ুথ এসেম্বলি সদস্য সুজন, সজিব, শান্ত, প্রদীপ, জয়া ও সাগর। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ইসরাইল হোসেন খান টিটো।

গাংনীতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় শিশু নিহত

মেহেরপুর জেলার গাংনীতে দ্রুতগামি মোটরসাইকেলের ধাক্কায় সাদিক হোসেন (৭) নামের এক শিশু নিহত হয়েছে। নিহত সাদিক গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের তেরাইল গ্রামের সম্রাট আলীর ছেলে।

শনিবার বিকেলে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।

এর আগে দুপুর ২টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের তেরাইল গ্রামে

দ্রæতগামি মোটরসাইকেলের ধাক্কায় শিশু সাদিক আহত হয়েছিল।

স্থানীয় যুবক সোহেল রানা জানান শিশু সাদিক তেরাইল গ্রামের একটি সড়ক পার হচ্ছিল। এসময় গাংনী গাংনী উপজেলা শহরের দিক থেকে আসা দ্রুতগামি মোটরসাইকেল তাকে ধাক্কা দিলে, গুরুতর ভাবে আহত হয়।

পথচারীরা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে নেয়। এসময় তার শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখা দিলে, সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।

মেহেরপুরের বাজারে আসছে রসালো লিচু-দাম নিয়ে হতাশাই ব্যাবসায়ীরা

পবিত্র রমজান প্রায় শেষ প্রান্তে। মৌসুমী ফলের মধ্যে সবচেয়ে আকাঙ্খিত ফল আম এখনো আসেনি বাজারে। তবে রোজাদারদের রসনা তৃপ্ত করতে বাজারে আসতে শুরু করেছে আরেক মুখরোচক ফল লিচু।

মেহেরপুরে এবার জ্যৈষ্ঠের ফল লিচুর বাম্পার ফলন হয়েছে। চাষীরা এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন লিচু আহরন ও বাজারজাত করনে। কিন্তু আশানুরূপ দাম না পাওয়ায় লিচু চাষীদের লোকসান গুনতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। কোরোনা ভাইরাসের আতঙ্ক আর লকডাউনে পরিস্থিতে মৌসুমী ব্যবসায়ীরা আছেন লোকসানের শঙ্কায়।

লিচু চাষী বিল্লাল, সত্তার, জয়নাল জানান, এ বছর করোনা ভাইরাসের মহামারী ও লকডাউনের কারনে বাহিরের ব্যবসায়ীরা আসছে না। নিজেরাই বাগান পরিচর্যা করছি। শেষ পর্যন্ত খরচ তুলতে পারবো কিনা শঙ্কায় আছি। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে এলাকায় ব্যবসায়ী না আসলে নিজ উদ্যোগে আড়তে নিয়ে লিচু বিক্রি করতে হচ্ছে।

অনেক বাগান মালিক নিজেরাই কীটনাশক প্রয়োগ ও পাহারার ব্যবস্থা করছেন। এতে বাগান মালিকদের ভোগান্তি ও উৎপাদন খরচ বেড়েছে।

আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবং সময়মতো বৃষ্টি হওয়ায় এবার লিচুর বাম্পার ফলন হয়েছে। ব্যবসায়ীরাও ভালো লাভের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু এখন তাদের কপালে চিন্তার ভাজ।

লিচু ব্যবসায়ী কিতাব বলেন, আড়তে প্রচুর লিচু আসলেও জেলার বাহিরে বাজারজাত করতে না পারায় ন্যায্য দাম পাচ্ছে না চাষীরা। এছাড়াও লিচু ব্যবসায়ী সাজু, বলেন বাজারে দেশীয় জাতের ১০০ লিচু বিক্রি হচ্ছে ৮০ থেকে ১০০ টাকায়। দেশীয় জাতের লিচু দেশের বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয়। কিন্তু লকডাউনের কারণে গাড়ি ও মার্কেট বন্ধ থাকায় লিচু লোকসান দিয়ে বিক্রি করতে হচ্ছে।

বাজার পরিচালক আমজাদ হোসেন বলেন, করোনার কারণে বাহিরে থেকে ব্যবসায়ী না আসায় ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না চাষীরা। গত বছর এ সময় ২০০০ থেকে ২২০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করা হয়েছিল প্রতি কাউন। তবে গতবছরের তুলনায় এ বছর লিচুর দাম অর্ধেক।